আজকাল

কলকাতা ১৫ চৈত্র ১৪২৫ শনিবার ৩০ মার্চ ২০১৯ শহর সংস্করণ **

বিনোদন

আজকা

দাঁত দিয়ে যিনি ছুটন্ত বুলেট ধরতে পারেন

সেই জাদুকর প্রিন্স শীল পেলেন জীবনকৃতি সম্মান

বিনোদনের প্রতিবেদন: তিনি কলকাতার আদি বাসিন্দা মতিলাল শীলের উত্তরপুরুষ। ৩০০ বছরের এক বাড়িতে তাঁর বাস। আর বন্দুক থেকে ছিটকে আসা বুলেটকে দুই দাঁতে আটকে ধরতে তাঁর জুড়ি নেই। তিনি জাদুকর প্রিন্স শীল। সম্প্রতি জব্বলপুরের শহীদ স্মারক অডিটোরিয়ামে জাদু স্বাভিমান দিবসে তাঁকে ম্যাজিক শিল্পে সারা জীবনের অবদানের স্বীকৃতি জানানো হল। তিনিই প্রথম বাঙালি জাদুকর যিনি এই সম্মান পেলেন। সারা দেশের জাদুকরদের মধ্যে থেকে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হল।

ছোট থেকেই ম্যাজিকের নেশা প্রিন্স শীলের। যে নেশার কাছে হার মেনেছিল বাড়ির গঞ্জনা। জানালেন, তাঁর পরিবারে তিনিই প্রথম সদস্য যিনি ম্যাজিককে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই বা কলকাতার বিভিন্ন নামী-দামী হোটেলের ফ্লোরে তিনি ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ান। এর আগে কলকাতায় আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতায় 'ব্ল্যাক প্রিন্স' শিরোপা পেয়েছিলেন। সেটা ছিল ১৯৭৩। এরপর ৮৯তে জয়পুরে সারা ভারত জাদুবিদ্যা প্রতিযোগিতায় জিতে পেয়েছিলেন পি সি সরকার ট্রফি। ইতিমধ্যেই দেশে ও বিদেশে অসংখ্য শো করেছেন। জানালেন, 'বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে ম্যাজিক প্রচলিত। তবে আমাদের মুখ্য অনুপ্রেরণা পি সি সরকার (সিনিয়র)। শুধু আমরা বাঙালিরা নয়, সারা ভারতের নবীন ম্যিজিশিয়নদের অনুপ্রেরণা তিনি।' কিন্তু কলকাতার বাঁধা মঞ্চে তিনি শো করেন না কেন? 'আসলে আমার ম্যাজিক ততখানি যন্ত্র নির্ভর নয়। মূলত হাতসাফাইয়ের এপর ভর করেই আমার ম্যাজিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে অবশ্যই যন্ত্রের সাহায্য কিছু নিতেই হয়।' যে পরিবারে একসময় ম্যাজিক ব্রাত্য ছিল সেই পরিবারি এখন ম্যাজিক পরিবার। প্রিন্স শীল তো বটেই, তাঁর মেয়ে রোশনি ও জামাতা সুস্মিতও পেশা করে নিয়েছেন ম্যাজিককে। ফ্লোরে ম্যাজিকে তাঁকে সাহায্য করেন স্ত্রী জয়াও। তাসের ম্যাজিক বা কয়েনের ম্যাজিকের পাশাপাশি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ম্যাজিক দাঁত দিয়ে আটকে ধরা। যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে অনেকেই মারা গেছেন। এখন সেই জাদুই প্রিন্স শীলকে এনে দিচ্ছে জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি।